গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্টেশন ইনচার্জ, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কেন্দ্র, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান

এবং

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০২২ – জুন ৩০, ২০২৩

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩-৪
প্রস্তাবনা	৫
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	৬
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	৭
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৮-৯
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১১
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যাবস্থাপনা ও প্রমাণক	১২
সংযোজনী ৩: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৩-১৪
সংযোজনী ৪: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৫
সংযোজনী ৫: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৬
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৭
সংযোজনী ৭: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৮

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

আঞ্চলিক কেন্দ্র

নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

সাম্প্রতিক বছর সমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জন সমূহঃ

বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান- এ হিলি, গলাছিলা এবং রেড জঙ্গল ফাউল জাতের মোরগ-মুরগী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, হিলি ব্রাউন বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, রেড চিটাগাং ক্যাটলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, বিলুপ্তপ্রায় হরিণের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, বিলুপ্তপ্রায় গয়ালের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং সমতল ভূমির দেশি জাতের ভেড়াকে পাহাড়ি এলাকায় খাপ খাওয়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়াও ১৫ টি উন্নত জাতের ঘাসের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা হয়েছে। এই গবেষণা কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পাহাড়ি এলাকায় মাঠ পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে খামারীদের প্রশিক্ষণ ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান, খাদ্য ও রোগের নমুনা পরীক্ষা , হ্যাচিং ডিম, উন্নত জাতের ছাগল ও ভেড়ার পাঁঠা এবং ঘাসের কাটিং বিতরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে। বিগত ৩ বছরে ৬৭৪ জন খামারীকে প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৯০৭ জন খামারীকে পরামর্শ সেবা প্রদান, খামারী ও উদ্যোক্তাদের মাঝে ১২,৬৩৩ টি হ্যাচিং ডিম বিতরণ ১,৩৭,১০০ টি উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং বিতরণ এবং ৩৯ টি উঠান বৈঠকের আয়োজন করেছে। চলতি বছরে অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্রস্থ গবেষণা খামারের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহঃ

প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবলের স্বল্পতা অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্রের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। অত্র কেন্দ্রের গবেষণা কার্যক্রম সফলতার সাথে পরিচালনা ও বাস্তবায়নে অর্থের অপ্রতুলতা ও গবেষণাগারের কাজের সুযোগ সুবিধার অভাব রয়েছে। অত্র এলাকায় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি বাজারজাতকরণে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম ও অস্থিতিশীল বাজারমূল্যের কারণে প্রান্তিক পর্যায়ের খামারীরা সঠিক মূল্য পাচ্ছে না। গবেষণার মাধ্যমে অত্র এলাকার প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি খামারীদের সমস্যার সমাধান, বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ করা, অধিক উৎপাদনশীল বিভিন্ন প্রকার ফডারের জাত উন্নয়ন এবং বছরব্যাপী খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে দেশের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করাই কেন্দ্রের প্রধান চ্যালেঞ্জ। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী প্রাণী, পোল্ট্রি ও ঘাসের জাত উন্নয়ন, নিত্য নতুন রোগসমূহের প্রতিকার কৌশল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা একান্ত অপরিহার্য। এছাড়া, বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিকের কারনে সকল ধরনের জনসমাগম থেকে বিরত থাকতে বলায় প্রশিক্ষণ, পরামর্শ সেবা, উঠান বৈঠক ও গবেষণা কর্মশালার মত বিষয় গুলোতে শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা বেশ চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠেছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

রূপকল্প ২০৪১ ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্রের সমস্যা ভিত্তিক বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে । এসব পরিকল্পনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, পাহাড়ী অঞ্চলের প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রির সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন। সমতল ভূমির দেশীয় ভেড়াকে পাহাড়ী পরিবেশে খাপ খাওয়ানো। চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিখ্যাত অষ্টমুখী লাল গরুকে (রেড চিটাগং ক্যাটেল) অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্রে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা। অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে এই কেন্দ্রটিকে একটি যুগোপযোগী ও অত্যাধুনিক গবেষণা কেন্দ্রে পরিনত করা। গবাদিপশুর বিভিন্ন সংক্রামক, ইমার্জিং, রি-ইমার্জিং রোগ, জুনোটিক রোগ, ইত্যাদি সম্পর্কিত উন্নত গবেষণা করা। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলা এবং পরিবেশবান্ধব প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা অত্র কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

২০২২- ২০২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য অর্জনঃ

- প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ০২ টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- মানব সম্পদ উন্নয়নে ৩০০ জন খামারী/উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ
- ৩০০ জন খামারী/উদ্যোক্তাদের পরামর্শ প্রদান
- ৭০ হাজার ঘাসের কাটিং বিতরণ
- ৪০০০ টি হ্যাচিং ডিম বিতরণ
- ৫০ টি প্রাণী রোগের নমুনা পরীক্ষণ
- ১২ টি উঠান বৈঠক বাস্তবায়ন
- ৬ টি প্রাণীর জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
- ১৫ টি ঘাসের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

২০২২- ২০২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য অর্জনঃ

- প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ০২ টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- মানব সম্পদ উন্নয়নে ৩০০ জন খামারী/উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ
- ৩০০ জন খামারী/উদ্যোক্তাদের পরামর্শ প্রদান
- ৭০ হাজার ঘাসের কাটিং বিতরণ
- ৪০০০ টি হ্যাচিং ডিম বিতরণ
- ৫০ টি প্রাণী রোগের নমুনা পরীক্ষণ
- ১২ টি উঠান বৈঠক বাস্তবায়ন
- ৬ টি প্রাণীর জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
- ১৫ টি ঘাসের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

স্টেশন ইনচার্জ, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কেন্দ্র
নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান

এবং

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা এর মধ্যে ২০২২ সালের জুন মাসের .....২২..... তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেনঃ

সেকশন ১

রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প: দেশের প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের জন্য জাতীয় চাহিদার নিরীখে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন

১.২ অভিলক্ষ্য: প্রাণিসম্পদের উৎপাদন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ।

১.৩ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. প্রাণিসম্পদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা

২. প্রাণিসম্পদ/ঘাসের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন

৪. প্রাথমিক সম্প্রসারণ কার্যক্রম

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি (আইন/বিধি দ্বারা নির্ধারিত কার্যাবলি)

১. প্রাণিসম্পদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।

২. জাত উন্নয়ন ও গবেষণার নিমিত্ত প্রাণিসম্পদের জাত ও ঘাসের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ ।

৩. প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর।

৪. মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে খামারী/উদ্যোক্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

৫. খামারী পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তির প্রাথমিক সম্প্রসারণের নিমিত্তে পরামর্শ সেবা (গবাদি প্রাণী পালন /পোল্ট্রি পালন /প্রাণিস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা /ঘাস চাষ বিষয়ক), প্রাণী রোগের নমুনা পরিক্ষণ, বিতরণ সেবা (জীবন্ত প্রাণী/পোল্ট্রি/ হ্যাচিং ডিম/ঘাসের কাটিং) প্রদান।